দর্শনা সীমান্তে ২২ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করলো বিএসএফ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তর্জাতিক জয়নগর সীমান্ত দিয়ে আটক ২২ বাংলাদেশিকে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

বুধবার (১৩ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১২টায় বাংলাদেশ বিজিবি ও ভারতের বিএসএফ এর মধ্যে ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠকে এ হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

এরা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আটক হওয়া ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত দিয়েছে ভারত।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আইসিপি দিয়ে তাদের বাংলাদেশে হস্তান্তর করা হয়। চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন সময় সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে আটক এই ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতের গেদে ৩২ বিএসএফ দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে ফেরত দেয়।

পতাকা বৈঠক শেষে ভারতের হেফাজত থেকে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে বিজিবি।
চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক নাজমুল হাসান জানান, ফেরতপ্রাপ্তরা ভারতের হায়দ্রাবাদ জেলখানায় বন্দি ছিলেন।

ফেরতকৃতদের মধ্যে ১২ জন নারী ও ১০ জন পুরুষ রয়েছে। আটককৃত হলো নোয়াখালী জেলার লক্ষ্মীপুর থানার চানগাজি গ্রামের বেলাল হোসেনের মেয়ে সুমাইয়া আক্তার (১৯), বরিশাল জেলার কাজিরহাট থানার সন্ধার মানিক গ্রামের আব্দুর রহমান সরদারের মেয়ে মীম (১৫), মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানার সিকারপুর গ্রামের আয়রিন আক্তার (১৭), নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানার লোকমান খন্দকার গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে উম্মে হানি সানু (১৮), গাজীপুর জেলার রেউলা বাড়ি গ্রামের আলী মোল্লার মেয়ে মিম (২০), খুলনা জেলার খুলনা সদর থানার হাজী বাড়ি গ্রামের বাবু মিয়ার মেয়ে চাহিদা আক্তার মিম (২৪), খুলনা জেলার দিঘলিয়া থানার ধরিমহিষদিয়া গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের মেয়ে আফরিন খানম (২৭), রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি থানার

রাজবাড়ী গ্রামের আব্দুল ফকিরের মেয়ে আাবেদা আক্তার (২০), নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার গাজুটিয়া গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে শিউলি বেগম (৩২), চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার চন্দ্রবাস গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিকের মেয়ে রওশন আরা খাতুন (২৩), পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার নবীনগর গ্রামের কালো চকিদারের মেয়ে আক্তার (২৬), চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার দক্ষিণ সাইদবাড়ি গ্রামের মোস্তাদিরের মেয়ে রোমান (৪২), শরীয়তপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার মাল্লিককান্দি গ্রামের মানিক মোল্লার ছেলে রাশেদ মোল্লা (২১), বাগেরহাট জেলার শরণখোলা থানার উত্তর আমড়াগাছিয়া গ্রামের সবুর খানের ছেলে আলাউদ্দিন আপন (২২), খুলনা জেলার দিঘলিয়া থানার মহেশদিয়া গ্রামের মৃত নূর শেখের ছেলে আরিফ (৩১), নড়াইল জেলার কালিয়া থানার ইসলামপুর গ্রামের গোলাম মোল্লার ছেলে হাবিব মোল্লা (৩৪), খুলনা জেলার দিঘলিয়া থানার মহিষদিয়া গ্রামের মুনসুর মোল্লার ছেলে তারেক মোল্লা (৩০), নড়াইল জেলার কালিয়া থানার বিন্দারচর গ্রামের মীর মোহাম্মদ আলীর ছেলে রোশান আরিজ (৩৫), ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার উত্তর পাইকপাড়া গ্রামের যোগেশ্বর দাসের ছেলে কৃষ্ণ চন্দ্র দাস (২৩), ঢাকা জেলার দোহার থানার কাঠালিয়া গ্রামের শামসুদ্দিনের ছেলে সালাউদ্দিন (৫১), নওগাঁ জেলার পত্নীতলা থানার দরিয়া গ্রামের সিদ্দিকুল ইসলামের মেয়ে মোসাম্মৎ সাথী পারভিন (৩০) ও ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর থানার যামুন গ্রামের ফজলুর রহমানের ছেলে আরমান আলী (২৩)।

এরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত ছিল। এদের এক সপ্তাহ আগে ভারতীয় বিএসএফ আটক করে।

আজ তাদের দর্শনা সীমান্ত দিয়ে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। তিনি আরও জানান, প্রাথমিক যাচাই-বাছাই শেষে তাদের দর্শনা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে ৬

বিজিবি’র অভিযানে চোরাচালান পণ্য জব্দ

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি বিভিন্ন সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে দুই দিনে প্রায় ১১ লক্ষ টাকার মালামাল জব্দ করেছে।

জানা যায়, গত ১০ থেকে ১২ আগষ্ট ৬ বিজিবি’র সহকারী পরিচালক হায়দার আলীর নেতৃত্বে, অভিযান চালায় দর্শনা, বারাদী, মুজিবনগর, নাজিরাকোনা, বাজিতপুর এবং ইছাখালি বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকায়।

এ সময় বিজিবি ৫৯ বোতল ভারতীয় মদ, ১৫ গ্রাম ভারতীয় হেরোইন, ৫৭০ পিস নেশাজাতীয় ট্যাপেনটাডল ট্যাবলেট, ২৭ পিস ভারতীয় শাড়ী, ৮৯৮ পিস বিভিন্ন প্রকার সিটি গোল্ডের আইটেম, ১৮৩ পিস বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় কসমেটিক্স, খাদ্য সামগ্রী জব্দ করে।

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় মাদক ও অন্যান্য চোরাচালান চক্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। সীমান্তে বিজিবি’র অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানায় বিজিবি।

চুয়াডাঙ্গায় ভোক্তার অভিযান, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হিজলগাড়ি বাজারে সার ও কীটনাশকের দোকানে অভিযান চালিয়েছে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এসময় মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রি ও অতিরিক্ত মূল্যে সার বিক্রির অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

রবিবার (১০ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত সদর উপজেলার বোয়ালিয়া ও হিজলগাড়ি এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানটি পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।

অভিযান শেষে তিনি জানান, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সার-কীটনাশক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন দোকান তদারকি করা হয় এবং বিক্রেতারা মূল্য তালিকা প্রদর্শন করছে কিনা তা সরেজমিনে যাচাই করা হয়।

মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, অভিযানে মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রি এবং সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি মূল্যে সার বিক্রির অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৩৮, ৪০ ও ৫১ ধারা অনুসারে মেসার্স রফিকুল ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী রফিকুল ইসলামকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই অভিযোগে মেসার্স রহমান ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মো. সেলিম উদ্দীনকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে সহায়তা করেন সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ক্যাবের প্রতিনিধি এবং জেলা পুলিশের একটি টিম।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে প্রায় ৯ কেজি দানাদার রুপা জব্দ

ভারতে পাচারকালে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা সীমান্তে ২২ লক্ষ টাকা মল্যের প্রায় ৯ কেজি দানাদার রুপা জব্দ করেছে ৬ বিজিবি।

জানা যায়, ৯ আগষ্ট বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি’র) অধিনায়ক লেঃ কর্নেল নাজমুল হাসান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জগন্নাথপুর সীমান্তের বিওপি ক্যাম্পের দায়িত্বপূর্ণ এলাকা দিয়ে রুপা চোরাচালান হবে বলে জানান। ভারপ্রাপ্ত কোয়ার্টার মাষ্টার সহকারি পরিচালক মোঃ হায়দার আলীর নেতৃত্বে অভিযান চালায় সীমান্তের মেইন পিলার ৯৬ হতে আনুমানিক ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঈশাড়ার মোড় নামক স্থানে এ্যাম্বুশ করে।

এসময় বিজিবি’র ২ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে মোটরসাইকেলযোগে উক্ত এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে। সে সময় বিজিবি টহল দল তাদেরকে থামার জন্য সিগন্যাল প্রদান করলে, তারা মোটরসাইকেল নিয়ে

পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে বিজিবি’র ধাওয়া খেয়ে মোটরসাইকেল ফেলে ২ চোরাকারবারী পাট ক্ষেতের মধ্যে পালিয়ে যায়। পরে মোটরসাইকেল তল্লাশি করে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা মূল্যের দানাদার রুপা জব্দ করে।

এ ঘটনায় নায়েব সুবেদার আব্দুস সাত্তার বাদী হয়ে দামুড়হুদা থানায় সাধারণ ডায়েরী করেছে। জব্দকৃত ভারতীয় দানাদার রুপাগুলো চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মজিবুল হক মালিক (মজু) আর নেই

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এবং প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব মজিবুল হক মালিক মজু (৬৩) আর নেই। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না- লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মজিবুল হক মালিক (মজু) ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা শহরের পুরাতন ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা। তিনি মরহুম এহসানুল হক মালিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজনীতির মাঠে দীর্ঘদিন সক্রিয় থেকে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে তিনি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. আব্দুল কাদের জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মজিবুল হক মালিক মজু নামের একজনকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। আমরা তাকে মৃত্ অবস্থায় পেয়েছি।

তার মৃত্যুতে চুয়াডাঙ্গার রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু ও সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, হঠাৎ অসুস্থতাবোধ করলে তাঁকে তাৎক্ষণিকভাবে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

তার জানাজার নামাজের সময় ও স্থান পরে জানানো হবে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

চুয়াডাঙ্গায় দেশীয় অস্ত্রসহ দুই চাঁদাবাজ আটক

চুয়াডাঙ্গায় সেনাবাহিনী অভিযান চালিয়ে পৌর এলাকায় দেশীয় অস্ত্রসহ দুইজন চাঁদাবাজকে গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার সকাল ৬টার দিকে ক্যাপ্টেন মঞ্জুরুল রহমান মাসফির নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কলোনি পাড়ায় মঞ্জু হোসেনের বাড়িতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ৫টি রামদা, ১টি চাপাতি, ২টি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ও ১টি বাটন ফোনসহ আসামিদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কলোনি পাড়ার মৃত বাবর আলীর ছেলে মোঃ মঞ্জু হোসেন (৫২) এবং
একই এলাকার সেলিম হোসেনের ছেলে মোঃ রাতুল (২২)।

ক্যাপ্টেন মঞ্জুরুল রহমান মাসফি বলেন, দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং আইন-বহির্ভূত কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পেশাদারিত্ব ও

নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলমান থাকবে। যেকোনো ধরনের অপরাধমূলক কার্যক্রমের তথ্য নিকটস্থ সেনা ক্যাম্প অথবা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আজ ৫ আগষ্ট চুয়াডাঙ্গা স্থানীয় শহীদ দিবস

আজ চুয়াডাঙ্গা জেলায় স্থানীয় শহীদ দিবস। দিনটি উযাপন উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে আজ সকাল ৮টায় পাকবাহিনীর হাতে নিহত ৮জন মুক্তিযোদ্ধার সৃস্মিস্তম্ভে পুস্পমাল্য অর্পন, জাতীয় ও মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছেন।

১৯৭১ সালের ৫ আগষ্ট চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার মধ্যবর্তী স্থান রতনপুর ও বাগোয়ান গ্রামের মাঝামাঝি মাঠে পাক-হানাদার বাহিনীর সাথে সমর সম্মুখ যুদ্ধে ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেন। এ যুদ্ধে ৭জন প্রাণে বেঁচে যায় ৮জন বীর মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়।

পাক হানাদার বাহীনির সাথে সমর সম্মুখ এ যুদ্ধে পাক-বাহিনীর ব্রাস ফায়ার ৮জন নিহত হয়। নিহতরা হলেন,শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান জামান, আবুল কাশেম, রবিউল ইসলাম, কিয়ামুদ্দিন, আফাজ উদ্দিন, আলাউল ইসলাম খোকন, রওশন আলম, খালেদ সাইফুদ্দিন ও আহম্মেদ তারেক।

যুদ্ধে নিহত ৮জনের লাশ দামুড়হুদা উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামে কিতাব হালদারের জমিতে চাপা মাটি দেয় পাক-হানাদার বাহিনী। এরপর ১৯৯৮ সালে ৮কবর স্মৃতিস্তম্ভ নিমার্ন করা হয়। এরা পর থেকে আট কবর নামে এ স্থানটি পরিচিতি লাভ করে। আটকবর স্মৃতিস্তম্ভে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় পতাকা,মুক্তিযোদ্ধা পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে বলেন জানান দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী

অফিসার তীথি মিত্র।

উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট বাগোয়ান গ্রামের রাজাকার কুবাদ আলী ও তার সহযোগিরা ভারতের ভাতগাছী ও ব্রম্মনগর সীমান্তে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধাদের মিথ্যা সংবাদে দেয় পাকবাহীনি রতনপুর ও বাগোয়ান মাঠের ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে রাজাকাররা।
এ খবর পেয়ে ১৫জন মুক্তিযোদ্ধা তাদের অস্ত্র ও গোলা বারুদ নিয়ে বিকাল ৩টার দিকে রওনা ৪টার দিকে বাগোয়ান ও রতনপুর মাঠে পৌঁছায়। এদিকে আগে থেকে রাজাকার কুবাদ আলী ও তার সহযোগীদের প্লান অনুযায়ী নাটুদহ ক্যাম্পের পাক হানাদান বাহিনী ইংরাজী ইউ (ট) আকৃতিতে আবস্থান বা ওৎ পেতে ছিলো।

এ সময় ১৫জন মুক্তিযোদ্ধা রতনপুর ও বাগোয়ান মাঠে পৌছালে। মুক্তিযোদ্ধারা কিছু বুঝে ঊঠার আগে ওৎ পেতে থাকা পাকবাহিনী তিন দিক থেকে বৃষ্টিরমত গুলি বর্ষণ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীও পাল্টা গুলি বর্ষণ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলাগুলির এক পযার্য় মুক্তি বাহিনীর গুলা বারুদ শেষ হয়ে যায়।

এর মধ্যে ৭জন মুক্তিযোদ্ধা পিছু হটে প্রাণে বেঁচে গেলেও বাকি ৮জন মুক্তিযোদ্ধা ঘটনাস্থলে নিহত হয়। যরে যুদ্ধ শেষে পাক-বাহিনী ৮জন মুক্তিযোদ্ধার লাশ গুরুর গাড়িতে করে নিয়ে নাটুদহের জগন্নাথপুর গ্রামের নিকট মাঠে একটি গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে দেয়। স্থানীয় লোকজন নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের যানাজা করতে চাইলে পাক-হানসাদার বাহিনী তাদের যানাজা করতে দেয়নি। গণকবর দেওয়া সেই ৮জন মুক্তিযোদ্ধার কবরটি ৮ কবর নাম পরিচিতি পায়।

১৯৯৮ সালে ৬৬ শতক জমির উপর তৎকালিন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক একাট স্মৃতিস্তম্ভ নিমার্ন করে দেন। এবং বর্তমান সরকারের চুয়াডাঙ্গা-০১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়াদ্দার নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি যাদু ঘর নিমার্ন করে দিয়েছেন।

এ আট কবরটি ৩৩ শতক জমির উপর বিভিন্ন প্রজাতির ১১২টি গাছের ছায়া দিয়ে ঘিরে আছে আট কবর সৃস্মি স্তম্ভটি।

চুয়াডাঙ্গায় ২২৩ বোতল রেক্টিফাইট স্পিরিটসহ একজন আটক

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২২৩ বোতল রেক্টিফাইট স্পিরিট সহ যুগিরহুদার সোহেল (৪৫) কে আটক করেছে।

জানাযায়,গতকাল রবিবার বিকালে দামুড়হুদা মহাসড়ক থেকে ২২৩ বোতল রেক্টিফাইট স্পিরিটসহ তাকে আটক করে।এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ দাম একটি মামলা দায়ের করেছে। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের ৮ম বর্ষপূর্তি উদযাপন

স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিট পদ্মা জোনের ৮ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল দশটায় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ইতিহাস বিভাগের সেমিনার কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের তথ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আবু হুরাইরা। অনুষ্ঠানে বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ইউনিটের সভাপতি রাসেল আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ৮ম বার্ষিক উদযাপন কমিটির আহবায়ক ইয়াসিন আরাফাত। অনুষ্ঠানে সাংগঠনিক প্রতিবেদন ও আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সহ-সভাপতি হাসিবুল হাসান ও কোষাধ্যক্ষ জান্নাতুল আইরিন।

আলোচনা সভায় বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সাধারণ

বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিট পদ্মা জোন ২রা অগাস্ট ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এ সময়, শিক্ষক উপদেষ্টাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুলতান মাহমুদ, আজিম হোসেন, সাবিনা খাতুন, জমসেদুর রহমান, বাঁধন কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিকাইল হোসেন, ছাত্র উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাজেদুর রহমান, সজিবুল ইসলাম, সুজাউদ্দীন টুটুল, সাকিব বিশ্বাস,বাঁধন কর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, শরিফুল,সাকিব হোসেন ,আশিক,অয়ন,মাহফুজ, ইব্রাহিম, মনিরুল, মুর্তজা, সোহা, মৌসুমি,চাঁদনী, হালিমা সহ বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের শুভাকাঙ্ক্ষী বাঁধনের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর ‘পদধ্বনি’ অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসর ‘পদধ্বনি’-এর ১৫৮১তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল চারটায় চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের শহীদ আলাউল হলে এর আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি ইকবাল আতাহার তাজ। আসরের শুরুতে সাহিত্য পরিষদের তরুন লেখক নুরুজ্জামান নুরুর আকর্ষিক মৃত্যুতে তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। একই সাথে পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হামিদুল হক মুন্সির সুস্থতা কামনা করে দোয়া করা হয়।

সাহিত্য পরিষদের অর্থ সম্পাদক মিম্মা সুলতানা মিতার সঞ্চালনায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন আব্বাস উদ্দীন, লতিফা রহমান বনলতা, শহিদুল ইসলাম, হারুন-অর-রশিদ, চিশতী এম এ হামিদ, গুরু কাজল মল্লিক, মর্জিনা খাতুন, হুমায়ুন কবীর, আবু নাসিফ খলিল, গোলাম কবীর মুকুল ও আসমানী খাতুন। নাটক পাঠ করেন মো. আলাউদ্দীন। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা কবিতা আবৃত্তি করেন সরদার আলী হোসেন।

পঠিত লেখাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন ইকবাল আতাহার তাজ, হুমায়ুন কবীর, আবু নাসিফ খলিল ও কাজল মাহমুদ। আসরে অতিথি হিসেবে উপস্থিত